বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন যুগ

আমার পরিচয়

মেহেদী হাসান

বিসিএস (সাধারণ শিক্ষা)

প্রভাষক, বাংলা বিভাগ

বান্দরবান সরকারি কলেজ

Mobile: 01715681586

প্রাচীন যুগের সাহিত্যের বৈশিষ্ট্যসমূহ

- দেবাশ্রয়ী
- মানবিকতা নাই
- দুর্বোধ্য ও হেঁয়ালিপুর্ণ
- ধর্মীয় উদ্দেশ্যে রচিত

চর্যাপদ

- মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী কর্তৃক আবিষ্কৃত
- ‘হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধ গান দোঁহা’ নামে প্রকাশিত

এই বইতে আরও তিনটি পুথির নাম-

ক) সরহপাদের দোহাকোষ

খ) কৃষ্ণপাদের দোহাকোষ

গ)ডাকার্ণব

চর্যাপদের রচনাকাল

- পাল আমলে চর্যার রচনা শুরু হয় এবং শেষ হয় সেন আমলে।
- ১২০৪ সালে ইখতিয়ার উদ্দীন বখতিয়ার খলজি বাংলা বিজয় করেন । সে হিসেবে ডঃ সুনীতি কুমারের মতে তাই চর্যা রচনার শেষ সময় ১২০০ পর্যন্ত। তিনি তার বিখ্যাত Origin and Development Bengali Language বইতে চর্যার রচনাকাল ৯৫০-১২০০ সাল পর্যন্ত বলেছেন। এই গ্রন্থে চর্যার ভাষাতত্ত্ব বিশ্লেষণ করে বলেছেন-

‘ চতুর্দশ শতকের শেষভাগে রচিত বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন অপেক্ষা চর্যার ভাষা দেড়শ বছর প্রাচীন”।

ড . মুহম্মদ শহীদুল্লাহ এর মতে: ৬৫০-১২০০ খ্রি

ড . সুনীতিকুমারের মতে: ৯৫০-১২০০ খ্রি

ড . সুকুমার সেনের মতে: ৯০০-১৩৫০ খ্রি

চর্যাপদ নেপালে যাওয়ার কারণ

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-SA

চর্যাপদ আবিষ্কারের ইতিহাস

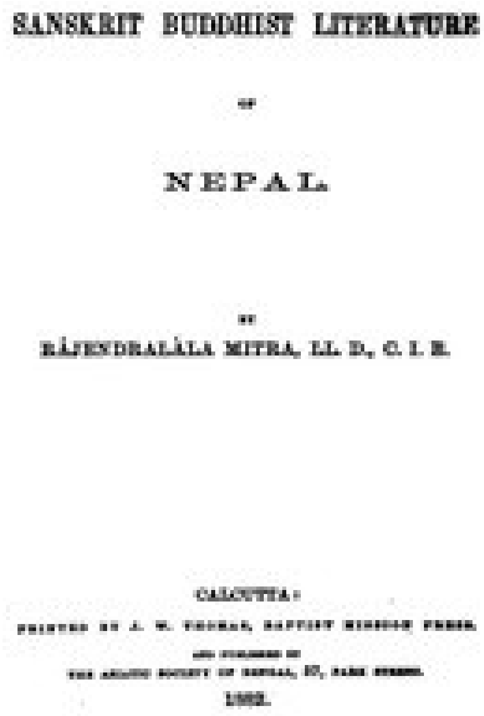

SANSKRIT BUDDHIST LITERATURE

OF

NEPAL.

BY

RÁJENDRALÁLA MITRA, LL. D., C. I. E.

CALCUTTA:

চর্যাপদের কবি/পদকর্তা

ড.মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতে ২৩ জন

ড.সুকুমার সেনের মতে ২৪ জন

কবি/ পদকর্তাগণ

চর্যার ভাষা

- চর্যাপদের ভাষা প্রাচীন বাংলা।অপরিনত এই ভাষাতেই চর্যার কবিগণ ধর্মতত্ত্ব প্রতিফলনের চেষ্টা করেছেন।
- চর্যার ভাষা সাধারণ মানুষের মুখের ব্যবহৃত ভাষা। প্রহেলিকাময় দার্শনিক গুণসম্পন্ন এ ভাষা কখনও যোগ সাধনায় কখনো তান্ত্রিক কায়া সাধনের গূঢ় সংকেতের মাধ্যমে ব্যক্ত হয়েছে। তাই একে সন্ধ্যা ভাষাও বলা হয়।
- গৌড় অপভ্রংশের প্রভাব চর্যায় আছে। তাই কেউ কেউ অপভ্রংশ, প্রাচীন হিন্দি, মৈথিলি,উড়িয়া বা আসামি ভাষা দাবি করেন।